দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 APR 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

দুর্জন

পরীক্ষায় উদ্ধারকৃত নকলের বস্তার জাতীয় প্রদর্শনী '৯৩

কস্তুরী বাগানের পরীক্ষা বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে সম্প্রতি পরীক্ষার উদ্ধারকৃত নকলের যে প্রদর্শনী হয়ে গেল তার এন্ট্রি সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে তীব্র আপত্তি তোলা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে এ বছরের অর্থাৎ প্রথম বছরের অনুষ্ঠানেই যে বাকবিতণ্ডার ঝড় বয়ে গেছে তাতে করে ভবিষ্যতে আদৌ আর তার আয়োজন সম্ভব হবে কিনা এ ব্যাপারে গভীর সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে আগামী বছর থেকে এই প্রদর্শনীর সাথে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল অনুমিত হয় বর্তমান সংকটের সমাধান না করা গেলে তা কখনোই সম্ভব হবে না।

অজ্ঞাত কারণে কস্তুরীবাগানে অনুষ্ঠিত নকলের এই জাতীয় প্রদর্শনীর খবর এবং তা নিয়ে সৃষ্ট সংশয় ও সংকট সংক্রান্ত সংবাদ কোন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয় নাই। খবরটা ছাপা হয়েছে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক কস্তুরীতে। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ গোটা জাতির গোচরে আনা আবশ্যক বিবেচনা করে আমরা এখানে এ ব্যাপারে সাপ্তাহিক কস্তুরীতে বিভিন্ন সময়ে এ সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদের কাটিং ধারাবাহিকভাবে ছাপিয়ে দিলাম। স্টাফ রিপোর্টার ঃ সম্প্রতি কস্তুরীবাগানের পরীক্ষা বিষয়ক জাতীয় কমিটির এক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, দেশের বিভিন্ন পরীক্ষায় নকলের যে সুবর্ণ যুগ চলছে এবং তা ধরা পড়ারও যে হিড়িক লেগেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি পরীক্ষায় আটক নকলের প্রদর্শনী করা হবে।

এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে আমাদের এই কস্তুরীবাগানেই। কস্তুরীবাগান কলেজের মিলনায়তনে ফি বছর তিনটি পর্যায়ে এই প্রদর্শনী হবে—যেমন জুনিয়ার, প্রি-সিনিয়ার ও সিনিয়ার। জুনিয়ার পর্যায়ে এসএসসি বা সমপর্যায়ের পরীক্ষায় আটক নকলের প্রদর্শনী হবে প্রি-সিনিয়ার পর্যায়ে এইচএসসি ও সমপর্যায়ের পরীক্ষার আর সিনিয়ার পর্যায়ে হবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহে উদ্ধারকৃত চোথার। সম্ভব হলে তিনটি পর্যায়ে আটক নকলের ক্ষেত্রেই পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে.

পরীক্ষায় আটক নকলের প্রদর্শনী কমিটি নামে একটি কমিটি এই প্রদর্শনী ও সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। শিক্ষামূলক প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় অভিজ্ঞ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দিয়ে এই কমিটি গঠিত হবে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সভায় আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, কস্তুরীবাগানের বিশিষ্ট নাগরিক জনাব গুল আকন্দকে সভাপতি এবং দেশের দিকপাল গবেষক ডঃ বাহাজ্জতুল্লাহ ওরফে ডঃ বাহবা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ডঃ ক্রামতালী ওরফে ডঃ ক্যারমকে সদস্য করে প্রদর্শনী কমিটির নিউক্লিয়াস গঠন করা হল। পরে এতে আরো ১০১ জন বিশিষ্ট নাগরিককে গ্রহণ করা হবে বলেও সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

<u>সাপ্তাহিক কস্তুরী ঃ ০৮-০৯-৯২</u>

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গতকাল সোমবার কস্তুরীবাগান কলেজের মিলনায়তনে জাতীয় পরীক্ষা সমূহে আটক নকল প্রদর্শনী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি ও দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী জনাব গুলু আকন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় ১০১ জন সদস্যকে কো-অপট করা হয় এবং ১৯৯৩ সালের প্রথমার্ধে দেশের প্রথম পরীক্ষায় আটক নকল প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এপ্রিল মাসের মধ্যেই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয় সভায় এই অভিমতও প্রকাশ করা হয়।

<u>সাপ্তাহিক কস্তুরী ঃ ০১-১১-৯২</u>

স্টাফ রিপোর্টার ঃ রোববার পরীক্ষায় আটক নকল প্রদর্শনী কমিটির এক সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, আলোচ্য প্রদর্শনীতে যোগদানের জন্য দেশের সকল স্থান থেকে ব্যাপকভাবে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যেই শতকরা ৭৫ ভাগ কেন্দ্র থেকে প্রদর্শনীতে যোগদানের দৃঢ় অভিলাষ ব্যক্ত করা হয়েছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রদর্শনীতে স্থান সংকুলানের প্রশ্ন নিয়ে চুলচেরা বিতর্ক হয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে প্রথম বছরে শুধু জুনিয়ার গ্রুপের প্রদর্শনী হবে। এর অর্থ এসএসসি পরীক্ষায় যে সব চোথা উদ্ধার করা হয়েছে কেবলমাত্র সেগুলোরই প্রদর্শনী হবে। প্রি-সিনিয়ার ও সিনিয়ার গ্রুপের প্রদর্শনীর বিষয়টি পরে বিবেচনা করা হবে।

সভায় কিভাবে সকলের এন্ট্রি হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কমিটির একজন সদস্য বলেন যে হাজার হাজার টুকরো ছোটবড় কাগজ প্রদর্শন করা একটা দুরূহ কাজ। তার মতে নকলের কাগজ বস্তাবন্দী করে সেই বস্তাই প্রদর্শন করতে হবে। তিনি অবশ্য বলেন যে, সব বস্তা সমান মাপের হতে হবে। প্রতিটি বস্তায় অন্ততঃ পাঁচ কেজি নকল থাকতে হবে।

অপর একজন সদস্য তখন এই প্রশ্ন করেন যে, বস্তার মধ্যে সাপ আছে না ব্যাঙ আছে না নকল আছে তা কি করে বোঝা যাবে? এর জবাবে কমিটির একজন মাননীয় সদস্য বলেন যে তারা প্রতিটি বস্তা খুলে দেখবেন এবং ভিতরের কাগজগুলো টুকলিফাই-এর উদ্দেশ্যে প্রণীত নকলের কাগজ না অন্য কিছু (সংবাদপত্র কিংবা প্রেমপত্র কিংবা জমা খরচের খাতার কাগজ) তা যাচাই করা হবে। এজন্য এসব কাগজে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের চীফ ইনভিজিলেটরের এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর থাকতে হবে। প্রস্তাবটি বিনা বাক্য ব্যয়ে গৃহীত হয়। যে কেন্দ্র থেকে সবচাইতে বেশি বস্তা এন্ট্রি করা হবে সেটাকে পুরস্কার দেয়ার সম্ভাবনাও সভায় বিচার করা হয়।

আগামী ৯ই এপ্রিল পরীক্ষায় আটক নকলের বস্তার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে বলে সভায় স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়। শুধু ১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষায় আটক নকল এই প্রদর্শনীতে স্থান পাবে বলেও স্থির হয়।

<u>সাপ্তাহিক কস্তুরী ১২-০১-৯৩</u>

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এ পর্যন্ত দেশের ৫৭৩টি এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র আসন্ন পরীক্ষায় আটক নকলের প্রদর্শনীতে যোগ দেবে বলে কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে জানা গেছে। পরীক্ষায় আটক নকলের প্রদর্শনী কমিটির যুগ্ম মুখপাত্র ডঃ বাহাজ্জতুল্লাহ ওরফে ডঃ বাহবা ও ডঃ ক্রামতালী ওরফে ডঃ ক্যারম বলেছেন যে, আরো অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রেরই এই প্রদর্শনীতে যোগ দানের ইচ্ছা ছিল কিন্তু তারা

নকলের বস্তা বাতাসার দোকানে বিক্রি করে দিয়েছেন। তারা কমিটির কাছে এই মর্মে অনুযোগ করেছেন যে এই প্রদর্শনীর লক্ষ্য অত্যন্ত মহৎ বলে তারা এতে যোগদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ইনভিজিলেটর প্রদর্শনীতে যোগদানের যোগ্যতার মাপকাঠি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন যে আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি যে গণটুকলিফাই সংস্কৃতি আজ দেশে তুঙ্গে উঠেছে। এক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে দেশে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার এমন অনেক কেন্দ্র আছে যেখানে পরীক্ষায় নকল করার কোন সুযোগ নেই। ফলে সেখানে নকল আটক করারও সুযোগ নেই। এর অর্থ ঐ সব স্কুল (বা কলেজ) এই মহতী প্রদর্শনীতে যোগ দিতে পারবে না। এটা খুবই দুঃখজনক। তিনি বলেন যে, এ ধরনের কোন প্রদর্শনী হলে তাতে দেশের সকল স্কুল কলেজেই অর্থাৎ প্রতিটি কেন্দ্রেই পরীক্ষার্থীদের নকল করার ও ইনভিজিলেটরদের নকল ধরার সুযোগ করে দিতে হবে, অন্যথায় এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। যাই হোক আমরা এবারের প্রদর্শনীতে বাধা দেব না। কিন্তু ভবিষ্যতে সকল পরীক্ষা কেন্দ্রকে প্রদর্শনীতে অংশ

নেয়ার সুযোগ ...
খারাপ হবে।
আমরাও করে...
দিই নাই।

<u>সাপ্তা...</u>

স্টাফ...
কস্তুরীবা...
ভাবগম্ভী...
নকলে...
এসসির...
অংশ গ্রহণ...
বস্তা নকল প্র...
৫ কেজি ক...
প্রদর্শনীর এক...
ছেন। আগামী...
চলবে। দেশে...
প্রথম। বিদে...
খ্যক বিদেশী...
এসেছেন।